হাওর বিপর্যয়: জলবায়ু বাজেট নিয়ে নতুন ভাবনা

শাহীদুজ্জামান সাগর ●

গত বছরের এপ্রিলে বড় ধরণের হাওর বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটল। ১৪২টি হাওরের একমাত্র ফসল বোরো ধান পানিতে তলিয়ে গেল। জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় মারা গেল ৪১ কোটি টাকার মাছ। হাওরের মানুষ বলছেন গত ৫০-৬০ বছরে এ রকম বিপর্যয় হাওরে ঘটেনি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে এ দুর্যোগ ঘটেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কয়েক দিনেই চালের দাম বেড়ে গেল ১৫ থেকে ২০ টাকা প্রতি কেজি। কৃষি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর জলবায়ু বাজেট কম থাকায় হাওরের মানুষ খাদ্য-সংকট ও সারা দেশের মানুষ উচ্চ দ্রব্যমূল্যের ভোগান্তিতে পড়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেকোনো সময় যেকোনো দেশে আঘাত হানতে পারে। তবে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বেড়েছে অনেক গুণ। বাংলাদেশে হাওর বিপর্যয়ের বিষয়টিও সে কারণেই ঘটেছে বলে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বৃদ্ধ হাওরবাসীরা বলছেন, তাঁদের জীবনে ২০১৭ সালের হাওর বিপর্যয়ের মতো ঘটনা এর আগে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেননি। দেশের ইতিহাসেও একই সাথে ১৪২টি হাওরের সারা বছরের একমাত্র ফসল বোরো ধান পানিতে তলিয়ে যাওয়ার রেকর্ড নেই, যা নেত্রকোণা, মৌলবীবাজার, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের মানুষ এর আগে দেখেছে।

ধান গাছ বন্যার পানিতে ডুবে থাকায় স্বভাবতই ১০-১২ দিন পর তাতে পঁচন ধরতে শুরু করেছিল। বন্যার পানির নিচে শুরু হলো জারণ (অক্সিডেশন) প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়েছে। ফলে পানিতে কমেছে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ। আর জারণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে মিথেন গ্যাস। যা পানিতে বসবাসকারী জীবের জন্য বিষাক্ত। এই প্রক্রিয়ায় জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ল, নষ্ট হলো খাদ্য শিকল (ফুড চেইন)। দীর্ঘ ১৯ দিন এই বন্যার পানি হাওর অঞ্চলে অবস্থান করেছে। মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, হাওর বিপর্যয়ে ৪১ কোটি টাকার ১ হাজার ২৭৬ টন মাছ বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। মরেছে ৩ হাজার ২৪৪টি হাঁসও।

এ দুর্যোগে হাওরে আকাল শুরু হলো । চালের দাম তরতরিয়ে বাড়তে লাগল। ২ সপ্তাহের ব্যবধানে চালের দাম কেজি প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা বেড়ে গেল। কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কম থাকায় মোটামুটি হিমসিম খেতে হয়েছে সরকারকে। আর প্রধান খাদ্য ভাতের উপাদান চালের

দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের মানুষ উচ্চ দ্রব্যমূলের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকেই সরকার হয়তো ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লিখিত মন্ত্রণালয় দুটিতে গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে জলবায়ু বাজেট বৃদ্ধি করেছে। তবে অর্থনীতিবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা এই বাড়ানো বাজেটকেও অপ্রতুল বলে মন্তব্য করছেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জলবায়ু বাজেট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৪ সালে জলবায়ু বাজেট ১০ হাজার ১১৩ কোটি টাকা থেকে এ অর্থবছর ১৮ হাজার ৯৪৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এই বৃদ্ধি আশানুরূপ হলেও তা দেশের ২০টি মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের মাত্র ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রা বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় এ বাজেট অনেকাংশেই কম।

তবে হাওর বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে এ বছর ৩টি মন্ত্রণায়লের বাজেট গত বছরের তুলনার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে সরকার। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ১৫ শতাংশ, কৃষি মন্ত্রণালয় ৯৩ শতাংশ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৩৯ শতাংশ অর্থ নির্ধারণ করেছে। যা গত বছর যথাক্রমে ৮, ৯০ ও ২৯ শতাংশ ছিল।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দেশে যেকোনো সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে কিংবা জীবনবৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ দুর্যোগ মোকাবিলায় জলবায়ু বাজেট আরও বেশি বাড়তে হবে। নতুবা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবে, ভুক্তভোগী হবে সাধারণ জনগণ। সে কারণে জলবায়ু বাজেট নিয়ে সরকারকে আরও বেশি ভাবতে হবে।

****

শাহীদুজ্জামান সাগর
বি.এসসি.এজি (অনার্স); এম এস (উদ্যানতত্ত্ব)
প্রতিবেদক, প্রথম আলো
সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি